এবেলা

ফের প্রশ্নের মুখোমুখি আদালত ও সমাজ

১৯৯০ সালে প্রথম সংবাদমাধ্যমে উঠে আসে নামটা। ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সেই মামলায় পুনরায় তদন্ত শুরু করার দাবি। ‘গুরুচণ্ডালি’র পক্ষ থেকে তৈরি হয়েছে পিটিশন। বৃহস্পতিবার বইপ্রকাশের লগ্নেই শুরু হল গণস্বাক্ষর নেওয়ার পালা।

বহুদিন ধরেই একটা প্রচেষ্টায় ছিলেন তিনজন— ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের দুই অধ্যাপক প্রবাল চৌধুরী ও দেবাশিস সেনগুপ্ত এবং অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার পরমেশ গোস্বামী। তারই ফসল ‘আদালত মিডিয়া সমাজ এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসি’ বইটি। যা প্রকাশিত হল বৃহস্পতিবার, ১১ অগস্ট, ভারত সভা হল’এ। সঙ্গে নাগরিক সমাজের তরফ থেকে মামলাটি পুনরায় চালু করার একটি দাবি পেশ করা হয়। এর জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি পিটিশনও, যার সারবত্তা— পুনর্তদন্তে প্রকৃত দোষীকে চিহ্নিত করা হোক। পিটিশনটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

বইয়ের প্রকাশক ‘গুরুচণ্ডালি’। সংস্থার তরফ থেকে প্রকাশক ঈপ্সিতা পাল ভৌমিকের কথায়, ‘‘২০০৪ সালের ১৪ অগস্ট, ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ফাঁসি এবং তার আগে মামলার কার্যকারণের ধারাবাহিকতা দেখার পর নানা রকম খটকা থেকে গিয়েছিল, তদন্তপ্রক্রিয়া এবং বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে। বইয়ের লেখকদের কাজটা যেহেতু পরিসংখ্যান সংক্রান্ত এবং ডেটা অ্যানালিসিসের প্রথম শর্তই হল তথ্য ও পরিসংখ্যান নির্ভুল হওয়া, সেহেতু ওঁদের মনে হয়েছিল, খটকাগুলোর নিরসন হওয়া প্রয়োজন। বইটা সেই সব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, যা গোটা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন গাফিলতিকে চিহ্নিত করে।’’ এবং সেই প্রশ্নগুলোই নির্দেশ করছে বৃহত্তর এক প্রশ্নকে— ধনঞ্জয় দোষী নয়। হেতাল পারেখের হত্যাকাণ্ড আসলে সম্মান রক্ষার্থে খুন। প্রসঙ্গত, ধনঞ্জয় নিজেও বার বার নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন। তাহলে আবার প্রশ্ন ওঠে— সহায়সম্বলহীন গরিব পরিবারের সন্তান বলেই কি ধনঞ্জয়কে মরতে হয়েছিল?

বক্তৃতার মঞ্চে দেবাশিস সেনগুপ্ত।
ছবি: হিলটন ঘোষ

আদালত মিডিয়া সমাজ এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসি
দেবাশিস সেনগুপ্ত
প্রবাল চৌধুরী
পরমেশ গোস্বামী

অনুসন্ধানের একটি ধাপে লেখকরা পদ্মপুকুর রোডে হেতাল পারেখের ফ্ল্যাটেও পৌঁছে যান। তদন্তপ্রক্রিয়ায় ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যতম বড় অভিযোগ ছিল, সিকিউরিটি এজেন্সির সুপারভাইজার তাঁকে ডাকার পর নাকি ফ্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে তিনি মুখ বাড়ান। অথচ, লেখকদের দাবি ফ্ল্যাটের জন্মলগ্ন থেকেই সেখানে একটি গ্রিল আটকানো। ‘‘এবং সেই গ্রিল এমন, কোনও মানুষই সেখান থেকে মুখ বাড়াতে পারবেন না। তাহলে কীভাবে ধনঞ্জয় মুখ বাড়ান সেখান থেকে? তদন্তপ্রক্রিয়ায় যে অসংগতি ছিল, সেটাই কিন্তু প্রমাণ হচ্ছে,’’ বললেন ঈপ্সিতা। তাঁর আরও প্রশ্ন, ‘‘ধনঞ্জয়ের পালিয়ে যাওয়া নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। আদৌ কি তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন? নাকি পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন?’’ কাগজে সম্ভাব্য খুনি হিসেবে তাঁর নাম বেরনোয় স্বাভাবিক ভাবেই ভয় পেয়ে তিনি গা-ঢাকা দিতে পারেন। ধনঞ্জয়ের নিজের বয়ান অনুযায়ী, ভাইয়ের পৈতে এবং স্ত্রীয়ের অপারেশনের জন্য দিনকয়েক ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন— যদিও এসব কথার সত্যতা যাচাই করা হয়নি।

গোটা বিচার প্রক্রিয়াটা হয়েছিল পরিস্থিতি থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে। ঈপ্সিতার যুক্তি, ‘‘ফরেন্সিকেও এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি, যাতে ধনঞ্জয়কেই দোষী ঠাহর করা যায়। বইয়ে তার বিবরণ রয়েছে বিশদে। যা পড়লে মনে হবে, হাইপোথিসিস ড্রিভেন একটা নিষ্পত্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া হয়েছিল।’’ ফরেন্সিকে কোনও ধস্তাধস্তির প্রমাণও পাওয়া যায়নি। মৃতদেহের যোনিতে বীর্যও মেলেনি।

কিন্তু এতদিন পরে এই গবেষণা এবং অনুসন্ধান তো ত্রুটিপূর্ণ বিচারব্যবস্থা কিংবা তদন্তপ্রক্রিয়ার গোঁজামিলকে ঢেকে দিতে পারবে না। তাহলে? লেখক দেবাশিস সেনগুপ্ত এবং প্রবাল চৌধুরীর বয়ানে, ‘‘অধিকাংশ বাঙালির মতো আমরাও এই কেসের কথা জানতে পারি ২০০৪ সালে। ফাঁসির আগে দিয়ে। তারপর কাগজপত্র জোগাড় এবং লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে অনেকদিন সময় লেগে যায়। অবশ্য আমাদের পুরো সময়ও আমরা এই কাজে দিতে পারিনি।’’ ঈপ্সিতা যোগ করলেন, ‘‘আমরা প্রশ্ন তুলতে চাইছি, কারণ সংশোধন সম্ভব এবং সেটা কাম্য। সেই কারণেই বৃহস্পতিবার বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে একটা আলোচনা সভা রাখা হয়েছিল, ওপেন সেশন। মানবাধিকারকর্মী থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই যাতে নিজেদের মতামত তুলে ধরতে পারেন সেখানে।’’

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী চান্দ্রেয়ী আলম, আশিস রায়, যাদবপুরের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন পুলিশকর্তা সন্ধি আলম প্রমুখ। বই উদ্বোধন করেন অমর মিত্র।

কতগুলো প্রশ্ন ও লেখকদের উত্তর

(‘গুরুচণ্ডালি’র সাইট থেকে)

পুলিশকে খবর দিতে কত দেরি হয়েছিল?

মৃতদেহ আবিষ্কার হয় ৬টা ০৫ মিনিটে। পুলিশকে জানানো হয় ৯টা ১৫ মিনিটে।

পুলিশের কাছে রামধনির (অ্যাপার্টমেন্টের লিফটম্যান) বয়ান ও কোর্টে সাক্ষ্যের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কত ছিল?

পুলিশ রামধনিকে খুনের রাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করে। থানায় নিয়ে যায় খুনের পরদিন (৬ মার্চ, ১৯৯০)। কোর্টে সে সাক্ষ্য দেয় ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১।

রামধনি দুই সময়ে দু’রকম বলছে— এমন হতে পারে কি?

রামধনির কোর্টে দেওয়া বয়ানে সে স্পষ্ট ভাষায় পুলিশের খাতায় থাকা জবানবন্দির বহু অংশ অস্বীকার করেছে এই বলে, যে সে স্বল্পশিক্ষিত। পুলিশ তার বয়ান বলে ইংরেজিতে যা লিখেছে, তা সে আদৌ জানে না।

রক্ত আর বীর্য স্যাম্পল ম্যাচিং, ডিএনএ টেস্ট’এ কী পাওয়া গিয়েছিল?

সেরোলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছিল। হেতালের জামায় বি গ্রুপের রক্ত পাওয়া যায়। ধনঞ্জয়ের রক্ত ও গ্রুপের। আর কোনও ম্যাচিং সম্ভব হয়নি। স্যাম্পল হয় পরিমাণে যথেষ্ট ছিল না, নয়তো কালক্ষেপে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ডিএনএ টেস্ট হয়নি। সেই সময় ডিএনএ পরীক্ষা সম্ভব ছিল, কিন্তু কলকাতায় নয়।

প্রকাশিত
পূজাবার্ষিকী ১৪২৩
আনন্দমেলা
উপন্যাস
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ● তিলোত্তমা মজুমদার ● পারমিতা ঘোষ মজুমদার
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● ঋতা বসু ● অনির্বাণ বসু ● মণিশঙ্কর দেবনাথ
সম্পূর্ণ ফেলুদা কমিক্স
নয়ন রহস্য
কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
অ্যাডভেঞ্চার কমিক্স
গোগোল কোথায়
কাহিনি: সমরেশ বসু
চিত্রনাট্য ও ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়
হাসির কমিক্স
রাপ্পার ছোট্ট অ্যাডভেঞ্চার
কাহিনি ও ছবি: সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায়
নানা স্বাদের নিবন্ধ
জয়শ্রী রায়, পায়েল সেনগুপ্ত, পারমিতা সাহা, মধুরিমা সিংহ রায়, অচ্যুত দাস, জয় সেনগুপ্ত, ঊর্মি নাথ, ঋষিতা মুখোপাধ্যায়, অংশুমিত্রা দত্ত, ঈপ্সিতা বসু, মৌমিতা সরকার, চিত্রিতা চক্রবর্তী, ঋতুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ক মিত্র সৌমী ঘোষ, পারমিতা মুখোপাধ্যায়
গল্প
সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ● প্রচেত গুপ্ত
স্মরণজিৎ চক্রবর্তী ● নবনীতা দত্ত
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী ● সুবর্ণ বসু
সিজার বাগচী
খেলাধুলো
কৌশিক পাল
ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়
জয়দীপ চক্রবর্তী
সায়ক বসু
স্বর্ণাভ দেব
তানাজী সেনগুপ্ত
চন্দন রুদ্র
শব্দসন্ধান এবং আমার কুইজ
প্রচ্ছদ: দেবাশিস দেব